ক) প্রস্তাব গ্রহণ কখন সম্পন্ন হয়? কীভাবে এবং কখন প্রস্তাব প্রত্যাহার করা যায়? When acceptance of an offer is completed? How and when an offer may be revoked?

• প্রস্তাব গ্রহণ কখন সম্পন্ন হয়?

প্রস্তাব গ্রহণ সম্পন্ন হওয়ার পর প্রস্তাব প্রত্যাহার করা যায় না। কারণ একটি বৈধ চুক্তির অন্যতম শর্ত হচ্ছে বৈধ প্রস্তাব প্রদান এবং আইন মোতাবেক প্রস্তাব প্রদান এবং আইন মোতাবেক প্রস্তাব গ্রহণ । গ্রহণ কার্য সম্পন্ন হওয়ার পর আর প্রস্তাব প্রত্যাহার করা যায় না। কারণ প্রস্তাব "গ্রহণ হচ্ছে বারুদের ট্রেনে দেশলাইয়ের জ্বলন্ত কাঠি লাগানো" । প্রস্তাব একবার গ্রহণ হলে তা বারুদের ট্রেনে দেশলাইয়ের জ্বলন্ত কাঠি দহন করতে থাকবে। এটাতে যতক্ষণ বারুদ থাকবে ততক্ষণ জ্বলতে থাকবে। অর্থাৎ চুক্তির সকল দায়দায়িত্ব শেষ হওয়ার পরই শুধুমাত্র একটি চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটে। প্রস্তাবদাতা যদি প্রস্তাব প্রত্যাহার করতে চায় তাহলে তা গ্রহণের পূর্বেই করতে হবে বা প্রস্তাব প্রত্যাহারের বিভিন্ন পন্থাসমূহের মাধ্যমেই করতে হবে। তবে এ নিয়মেরও কিছু ব্যতিক্রম আছে। অর্থাৎ একটি গ্রহণ সম্পন্ন হওয়ার পরও প্রত্যাহার হয়ে যেতে পারেঃ

১. প্রস্তাবদাতা বা প্রস্তাবগ্রহীতার মৃত্যু হলে;

২. চুক্তিভুক্ত পক্ষদ্বয়ের কারও মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটলে;

৩. আইনের পরিবর্তনের কারণে।

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সারতত্ত্বে বলতে পারি যে, চুক্তি আইন অনুসারে প্রস্তাব, প্রস্তাব গ্রহণ ও প্রস্তাব প্রত্যাহারের বিষয়াদি অতীব সূক্ষ্ম ও গুরুত্বপূর্ণ। একটি বৈধ চুক্তি গঠনের জন্য প্রস্তাব হতে হবে নির্দিষ্ট, সুস্পষ্ট ও আন্তরিক; এবং তা গ্রহণ হতে হবে শর্তহীন ও যথাযথভাবে যোগাযোগকৃত। একই সঙ্গে, প্রস্তাব প্রত্যাহার করারও নির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে যা চুক্তির পক্ষগুলোর আইনি সুরক্ষার জন্য অপরিহার্য। 'প্রস্তাবের নিমিত্তে আমন্ত্রণ ও প্রকৃত প্রস্তাবের মধ্যে পার্থক্য বোঝা, এবং শর্তযুক্ত প্রস্তাব বনাম শর্তহীন গ্রহণ' -উক্ত বিষয়াদি অনুধাবন করলেই আমরা একটি বৈধ ও কার্যকর চুক্তি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পারি। তাই চুক্তি করার সময় এসব মৌলিক আইনি বিষয় সতর্কভাবে বিবেচনা করা উচিত

(খ) মানিক তার গাড়িটি শরীফ এর নিকট ১০,০০,০০০ টাকায় বিক্রয় করার প্রস্তাব দেয়। শরীফ প্রস্তাবটি গ্রহণ করে তার গাড়িটি হস্তান্তরের পূর্বে রং করে দিতে বলে। শরীফকে কিছু না জানিয়ে মানিক তার গাড়িটি ঐ মূল্যে রাজার নিকট বিক্রি করে দেয়। এ অবস্থায় শরীফকে আইনগত কী পরামর্শ দেয়া যায়? Manik made an offer to sell his car to Sharif for Tk. 10,00,000. Sharif accepted the offer but asked to Manik to paint the car before delivery. Manik sold the car to Raza at the prize offered by Sharif without informing anything to Sharif. What legal advice may be given to Sharif?

১. মানিক শরীফ সাথে যে মৌখিক বা লিখিত চুক্তি করেছিল তা লঙ্ঘন করেছে। মানিকের উক্ত কাজটি চুক্তির লঙ্ঘন মর্মে বিবেচিত হবে। মানিক শরীফকের বিরুদ্ধে চুক্তি লংঘনের মামলা দায়ের করতে পারবেন তবে এক্ষেত্রে উক্ত চুক্তিটি লংঘন করেছে প্রমাণ করতে হবে।

২. শরীফ মানিক তার সাথে একটি চুক্তি সম্পাদন করেছিল মর্মে কোনরূপ লিখিত চুক্তি বা প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারলে শরীফ মানিকের বিরুদ্ধে তার স্বার্থ সুরক্ষার জন্য আইনি পদক্ষেপ নিতে পারবেন ।

৩. মানিকের কারণে শরীফ আর্থিক বা অন্যান্য ক্ষতির মুখোমুখি হয়ে থাকলে শরীফ ক্ষতিপূরণ দাবি করতে আইন ব্যবস্থা নিতে পারবেন ।

৪. শরীফ আইনি পদক্ষেপ নিতে চাইলে তাকে একজন এ্যাডভোকেটের সাহায্য নিতে বলবো যেন বিষয়টি পর্যালোচনা করে, তার সঠিক আইনি অধিকার ও করণীয় সম্পর্কে তাকে পরামর্শ দিতে পারবেন।

• প্রস্তাব প্রত্যাহার বা বাতিল সম্পর্কিত নীতিসমূহ বা বৈশিষ্ট্য/কখন ও কিভাবে প্রস্তাব প্রত্যাহার [জা: বি: ২০১৩, ২০১৬, ২০১৮, ২০১৮, ২০২১, ২০২৩]

করা যেতে পারে?

A প্রস্তাব প্রত্যাহারের বিভিন্ন পন্থাসমূহ:

বাংলাদেশে ১৮৭২ সালের চুক্তি আইনের ৬ ধারায় প্রস্তাব প্রত্যাহারের বিধান আলোচনা করা হয়েছে। যেকোন প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পূর্বে প্রস্তাবকারী তা প্রত্যাহার করতে পারে। তবে প্রস্তাব দিলে উহা প্রত্যাহারের কতিপয় পন্থা আছে। যথা:

১. নোটিশ: প্রস্তাব গ্রহণের পূর্বে প্রস্তাবকে নোটিশ দ্বারা প্রত্যাহারের সংবাদ জানাইয়া প্রস্তাব প্রত্যাহার করতে পারে। প্রস্তাবের ন্যায় প্রত্যাহারের নোটিশও যথারীতি প্রস্তাব গ্রহীতার গোচরীভূত করতে হবে। উদাহরণঃ 'ক' চিঠির মাধ্যমে 'খ'-এর নিকট প্রস্তাব পাঠায়। 'খ' তার স্বীকৃতিপত্র ডাকে ফেলবার পূর্বেই 'ক'-এর প্রস্তাব প্রত্যাহারের নোটিশ পায়। এক্ষেত্রে প্রস্তাব প্রত্যাহত হয়েছে।

২. সময়সীমা: প্রস্তাব গ্রহণের জন্য প্রস্তাবে কোন সময়সীমা নির্ধারণ করা হলে উক্ত সময়ের মধ্যে তা গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় সময়সীমা অতিক্রান্ত হলে প্রস্তাবটি প্রত্যাহার হয়েছে বলে গণ্য হবে। উদাহরণঃ 'ক' ১লা জানুয়ারী তারিখে 'খ' এর নিকট প্রস্তাব দেয় এবং ৭ই জানুয়ারীর মধ্যে স্বীকৃতি জানাতে বলে। 'খ' ৭ তারিখের মধ্যে স্বীকৃতি জানায় নি। ফলে ঐ সময় গত হওয়ায় আপনা আপনিই প্রস্তাব প্রত্যাহত হয়েছে।

৩. যুক্তিসঙ্গত সময় অতিক্রান্ত হলে: প্রস্তাবগ্রহণের জন্য কোন সময়সীমা উল্লেখ না থাকলে যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে তা গ্রহণ করতে হবে। যুক্তিসঙ্গত সময় অতিবাহিত হলে প্রস্তাবের পরিসমাপ্তি ঘটবে। প্রতিটি ক্ষেত্রে তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া যুক্তিসঙ্গত সময় কি তা স্থির করতে হবে এবং ইহা একটি তথ্যগত বিষয়। সুতরাং ইহা সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতেই নির্ণয় করতে হবে।

৪. শর্ত: প্রস্তাব গ্রহণের পূর্বে কোন পূর্বশর্ত দেওয়া থাকলে প্রস্তাবগ্রহীতাকে তা পূরণ করতে হবে। এতে ব্যর্থ হলে প্রস্তারের বিলুপ্তি ঘটে। উদাহরণঃ ক, খ কে বলল যে, সে 'খ' এর নিকট তার ঢাকার বাড়িটি ১০,০০০ টাকা বিক্রয় করবে যদি 'খ' ঢাকায় গিয়ে থাকতে পারে। যদি 'খ' ঢাকায় গিয়ে থাকতে রাজী না হয় তবে প্রস্তাবের বিলুপ্তি ঘটবে।

৫. মৃত্যু বা মস্তিষ্কবিকৃতি: প্রস্তাবদাতার মৃত্যু বা মস্তি স্ক বিকৃতি ঘটিলে এবং উক্ত সংবাদ প্রস্তাব গ্রহণের পূর্বেই প্রস্তাবগ্রহীতার গোচরীভূত হলে স্বাভাবিকভাবেই প্রস্তাবটি বিলুপ্তি হবে। উদাহরণ: ক, খ

-এর নিকট ১০,০০০ টাকা তার ঘোড়াটি বিক্রয়ের প্রস্তাব করে । ঘ, স্বীকৃতি প্রদানের পূর্বে জানতে পারবে যে, ক-এর মৃত্যু ঘটেছে, এক্ষেত্রে প্রস্তাব বিলুপ্তি ও প্রত্যাহত হবে।

উত্তর: • চুক্তি করার জন্য যোগ্য ব্যক্তি কারা?/কে চুক্তি করতে পারে? (Who are competent to contract): [জা: বি: ২০১৭, ২০১৯, ২০২১, ২০২৩]

চুক্তি যোগ্য ব্যক্তি কারা তা জানতে হলে আমদের অব্যশই ১৮৭২ সালের চুক্তি আইনের সংশ্লিষ্ট বিধানের আলোকে চিন্তা করতে হবে। ১৮৭২ সালে চুক্তি আইনের বিধানে চুক্তি সম্পাদনের যোগ্যতা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে।

অন্যান্য উপাদানসমূহের সাথে চুক্তির উভয় পক্ষের চুক্তি সম্পাদনের যোগ্যতা থাকা, চুক্তির পক্ষে অপরিহার্য উপাদান হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। চুক্তি সম্পাদনের যোগ্যতা বলতে চুক্তি আইনের ১১ ধারায় বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তিই চুক্তি সম্পাদনের যোগ্য, যদি তিনি যে আইনের অধীন, সে আইন অনুসারে সাবালক হয়ে থাকেন। যদি পাগল না হয়ে থাকেন এবং স্বদেশীয় আইনের দ্বারা চুক্তি সম্পাদনের অযোগ্য বলে বিবেচিত না হন। অর্থাৎ কোন নাবালক, পাগল, জড় বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি, বিকারগ্রস্ত বা পানোন্মুক্ত ব্যক্তি, দেউলিয়া, বিদেশী শত্রু ইত্যাদি ব্যক্তিসমূহের চুক্তি সম্পাদনের যোগ্যতা না থাকায় তাদের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি আইনত বলবৎ করা যায় না ।

উদাহরণ: কোন ব্যক্তি ৫০ হাজার টাকা মূল্যের একটি সম্পত্তি ৭ হাজার টাকায় বিক্রি করতে চুক্তি করে। উক্ত চুক্তিটি বাতিল করার জন্য আদালতে আবেদন করে। চুক্তিটি বাতিল বলে ধার্য হয়।

অবশ্য চুক্তি আইনের ৬৮ ধারার বর্ণনা অনুযায়ী চুক্তি সম্পাদনের অযোগ্য বিশেষতঃ নাবালক ও মস্তিস্ক বিকৃত ব্যক্তির বা তার পোষ্যের অপরিহার্য প্রয়োজন বা অত্যাবশ্যক বিবেচনায় কোন চুক্তি সম্পাদিত হলে সেক্ষেত্রে তা বলবৎ করা যায়। তবে সেক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে দায়ী না হয়ে তার সম্পত্তি দায়বদ্ধ হবে।

উপরোক্ত তিনটি অপরিহার্য উপাদান চুক্তির অপরাপর উপাদানের সংযুক্তিতে চুক্তির সৃষ্টি করে। শুধুমাত্র উপরোক্ত উপাদানসূমহ কোন চুক্তিতে বলবৎ থাকলেই তাকে চুক্তি বলে গণ্য করা যায় না।

চুক্তি আইনে নাবালকের আইনগত অবস্থান কিরূপ? এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য মামলা কোনটি? "নাবালকের চুক্তি শুরু থেকেই বাতিল" - মহুরী বিবি বনাম ধর্মদাস ঘোষ (১৯০৩) মামলার আলোকে উক্তিটি ব্যাখ্যা [Under contract law, what is the legal position of ব a minor? Which case is significant in this regard]:

৪ চুক্তি আইনে নাবালকের আইনগত অবস্থান:

নাবালকের চুক্তি সম্পর্কে আইনের বিধান নিম্নরূপ:

১. নাবালকের চুক্তি সাধারণত বাতিলঃ ব্যক্তিক্রম ছাড়া নাবালকের চুক্তি প্রথম হতেই বাতিল । চুক্তির বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিচার বিবেচনা করে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার মত মানসিক পরিপক্কতা নাবালকের নেই। সেজন্য সাবালকের চুক্তিকে চূড়ান্তভাবে বাতিল হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

২. নাবালক কর্তৃক সুবিধাভোগ ফেরতযোগ্য নয়: নাবালক কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তি বাতিল বিধায় এর অধীনে যে নাবালক কোন সুবিধা ভোগ করে থাকলে সাধারণ আইনে সে সুবিধা ফেরত দিতে বাধ্য করা যাবে না। [মোহরী বিবি বনাম ধর্মদাস) মামলায় নাবালক কর্তৃক চুক্তিটি বিগত সম্পাদিত বিধায় বাতিল বলে টাকা উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। সাধালণ আইনে এটি ফেরতযোগ্য না হলেও ইক্যুইটি আইনে তা ফেরতযোগ্য হতে পারে এবং তার সম্পত্তি হতে উদ্ধার করা যেতে পারে।

৩. নাবালকের সুনির্দিস্ট কার্য সম্পাদনের আদেশ দেয়া যায় না: নাবালকের চুক্তি প্রথম হতেই বাতিল বিধায় চুক্তি মোতাবেক তার দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে তার প্রতি সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের আদেশ দেয়া যায় না ।

৪. নাবালক প্রতি প্রতিশ্রুতিহীনতা হতে পারে: নাবালক প্রতিশ্রুতিদাতা না হলে প্রতিশ্রুতি গ্রহীতা হতে পারে। অতএব চুক্তির অধীনে দায়-দায়িত্বের জন্য তাকে বাধ্য করা যাবে। একজন সাবালকের অনুকুলে একজন সাবালক চুক্তি করতে পারে। তাই চুক্তিমূলে কোন সম্পত্তি বিক্রি বা অন্যায়ভাবে হস্তান্তর করতে না পারলেও নাবালক ক্রয় বা অন্যভাবে সম্পত্তি অর্জন করতে পারে। ৫. নাবালকের পক্ষে অভিভাবক চুক্তি করতে পারে: একজন নাবালক যদিও চুক্তি সম্পাদন করতে যোগ্য বিবেচিত হয় না, তবুও তার পক্ষে তার অভিভাবক চুক্তি করতে পারে।